প্রশিকা ওয়াটার ফিল্টার “বিশুদ্ধ”

বাংলাদেশের প্রতিটি গৃহেই নিরাপদ বিশুদ্ধ পান যোগ্য পানি এখন সহজলভ্য

ভূমিকা ঃ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের উৎপাদিত পানি বিশুদ্ধকারক এক অনন্য ফিল্টারের নাম “বিশুদ্ধ”। দেশের মানুষের সুপেয় পানির চাহিদা পূরণ ও বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে ফিল্টারটির পরিকল্পনা, ডিজাইন ও প্রযুক্তিগত সহায়তা করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ক্যানাডিয়ান নাগরিক ক্যালগেরী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ ডেভিড ম্যানজ। বর্তমানে এই পরীক্ষিত প্রযুক্তি (Intermittent slow sand filtration system) ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের চুয়াল্লিশটি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে ব্যবহার হচ্ছে। প্রশিকা ওয়াটার ফিল্টার পানিকে নিরাপদ করে পানির স্বাদকে স্বাভাবিক করে, দূর্গন্ধ দূর করে এবং বিল, নদী, পুকুর ও কূপ থেকে তোলা পানি বিশুদ্ধ করে। এটি পানি থেকে শতকরা ১০০ ভাগ পানিবাহিত জীবাণু এবং ৯৯ ভাগের বেশী পানিবাহিত ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, আয়রন, ম্যাংগানিজ, সালফারের গন্ধ, অন্যান্য গ্যাস, রং, খারাপ স্বাদ বিশেষ ধরনের জৈব বিষ, পলিমাটি ও শ্যাওলাকে মুক্ত করে পানিকে বিশুদ্ধ করে। লেক বা খাল, নদী পুকুর এবং কুপের

পৃষ্ঠা ৪ এর ১

পানিকে বিশুদ্ধ এবং সুস্বাদু করে এবং মানুষের ব্যবহারের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ করে। এই বিশুদ্ধ পানি কলেরা, ডায়রিয়াসহ বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধ করে। এটি কিছু নিষ্ফলা বালি এবং কিছু নূড়ি পাথরের ৩টি স্তর দিয়ে পূর্ণ থাকে। প্রত্যেকটি স্তরে বালি বা পাথর আকারের দিক থেকে বিভিন্ন ধরনের সুক্ষতা আছে। অপরিশোধিত বা দূষিত পানি সর্বোচ্চ স্তরে ঢালার পর তা বালি এবং নুড়ি পাথরের বিভিন্ন স্তর দিয়ে প্রবাহিত হয়। অতপর বিশুদ্ধকারক (ফিল্টার) থেকে পানি বের হয়ে পানির রিজার্ভারে উপরের দিকে একটি জীবস্তর তৈরী হয় এবং এই জীবস্তর দ্বারা পানি বিশুদ্ধ হয়। এই পানি বিশুদ্ধকারক এর নীচ থেকে নির্গত হয় এবং পানের উপযোগী হয়।

গুরুত্বপূর্ণ দিক ঃ সর্বদা প্রাপ্ত সর্বোচ্চ ভাল পানি ব্যবহার করা উচিত। বৈশিষ্ঠ্যমূলক, যে পানি ব্যবহার হচ্ছে খাওয়ার পানি পাওয়ার জন্য (যদি না ইহা আর্সেনিক দূষিত হয়) বিশেষ যত্নসহকারে জলাশয় থেকে পানি তুলতে হবে। এটা নিশ্চিত করার জন্য ধ্বংসাবশেষ বা পানির উৎসের ধারের পানি এবং নীচের তলানী দ্বারা পানি যাতে দূষিত না হয়। যদি সর্বোচ্চ ভালো গ্রহণযোগ্য পানি খুব বেশী পলি অথবা দূষিত হয় তবে উক্ত উৎসের পাশে অগভীর কূয়া খনন করতে হবে। যাতে পানির উৎস থেকে পানি চোয়ায়ে উক্ত অগভীর কূয়ায় আসে। ফলে পানির নিকৃষ্ট অংশ দূর হয়ে এমন একটি পানির উৎস সৃষ্টি করে যে পানি প্রশিকা ওয়াটার ফিল্টারকে সহজে অক্ষম করতে পারবে না।

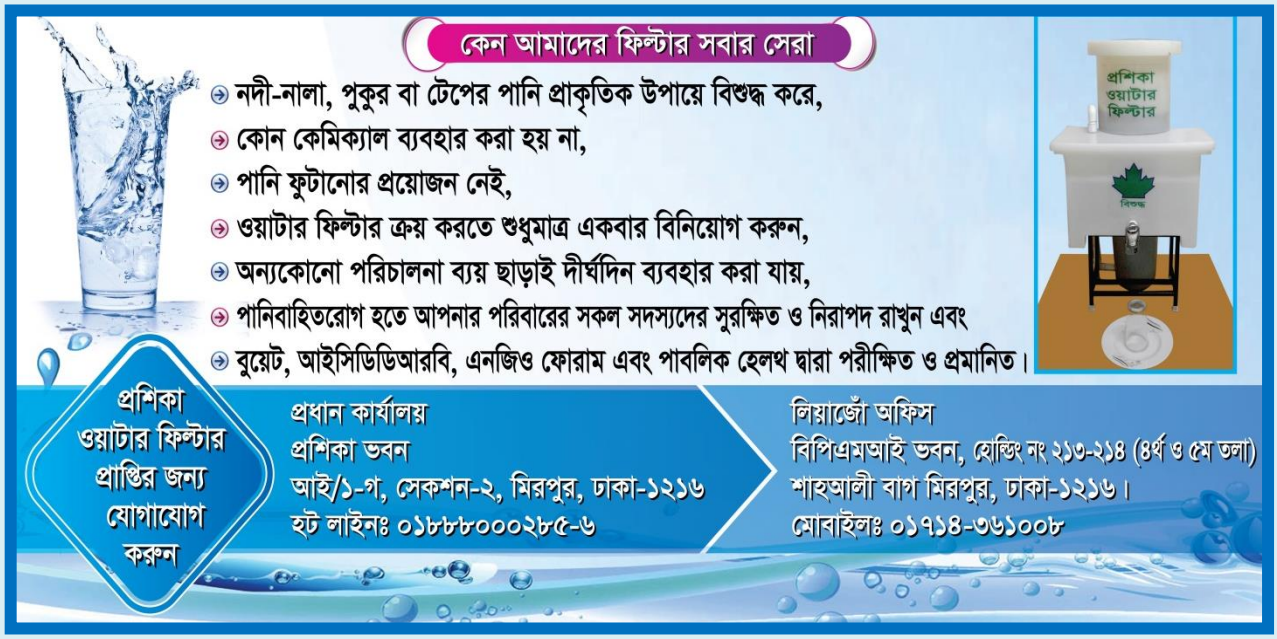

পৃষ্ঠা ৪ এর ২

প্রশিকা ওয়াটার ফিল্টার "বিশুদ্ধ"

কেন আমাদের ফিল্টার সেরাঃ

* নদী-নালা, পুকুর বা টেপের পানি প্রাকৃতিক উপায়ে বিশুদ্ধ করে।
* কোন কেমিক্যাল ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না।
* পানি ফুটানোর প্রয়োজন হয় না।
* ওয়াটার ফিল্টার ক্রয় করতে শুধুমাত্র একবার বিনিয়োগ করবেন।
* অন্যকোনো পরিচালনা ব্যয় ছাড়াই এই ফিল্টার দীর্ঘদিন ব্যবহার করা যায়।
* পানিবাহিতরোগ হতে আপনার পরিবারের সকল সদস্যদের সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখুন।

বিশুদ্ধ পানি পান করি
সবাই মিলে সুস্থ থাকি

বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঃ- দাম যতটা সম্ভব কম নির্ধারন করা হয়েছে যাতে এটা সর্বসাধারনের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে। পানিকে ফিল্টারকৃত করে পান যোগ্য করার পর অতি স্বল্প মাত্রার বিশুদ্ধ কারক দ্রবন নির্দেশিকার পরামর্শ অনুযায়ী যোগ করুন। এই দ্রবন ব্যতীত অন্য কোন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন নেই। এই দ্রবনে কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। আপনার অর্থের সাশ্রয় করে।

ফিল্টারের বৈশিষ্ট্য

১. শহরের ট্যাপের পানি, পুকুর, নদী-নালা, বৃষ্টি , কুয়া ইত্যাদির পানি না ফুটিয়ে প্রশিকা ওয়াটার ফিল্টার বিশুদ্ধ এর মাধ্যমে ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া, প্যারাসাইট ভাইরাস অর্গানিক এবং ইনঅর্গানিক দূষিত পদার্থ অপসারন করে উচ্চ মাত্রার পান নিশ্চিত করা যায়।

২. পানি থেকে আয়রন, শ্যাওলা ও ভাসমান ময়লা দূর করে পানির স্বাদকে স্বাভাবিক রাখে।

৩. একটিভ বায়োলজিক্যাল লেয়ারের মাধ্যমে পানি পরিশোধিত হয বলে কোন ক্যামিক্যাল ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না।

৪. এই ফিল্টারের কোন অংশই পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না এবং বিদ্যুৎ, ব্যাটারী, কার্টিজ বা অন্য কোন ধরনের জ্বালানী খরচ হয় না বলে এর কোন পরিচালনা ব্যয় নাই এবং একমাত্র

৫. একমাত্র খরচ হলো এর ক্রয় মূল্য। যেহেতু এই ফিল্টার কমপক্ষে ১০ বছর চলে তাই প্রতিদিন পরিবারের সকলের প্রয়োজনীয় নিরাপদ পানি পেতে এক টাকারও কম খরচ হয়।

পৃষ্ঠা ৪ এর ৩

৬. জটিল কোন/কোন যন্ত্রপাতি নেই বলে স্থাপন, ব্যবহার ও রক্ষনাবেক্ষন অত্যন্ত সহজ।

৭. এই ফিল্টার ফুড গ্রেডেড এলএলডিপিই দ্বারা তৈরী ফলে পানিতে প্লাস্টিকের গন্ধ থাকে না।

৮. প্রতি ঘন্টায় নূন্যতম ২০ লিটার পানি বিশুদ্ধ করতে সক্ষম।

৯. বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়।

১০. হোম ডেলিভারী দেয়া হয়।

প্রাপ্তিস্থান	ফ্যাক্টরী
প্রশিকা প্রধান কার্যালয় বিপিএমআই ভবন, হোল্ডিং নং ২১৩-২১৪ (৪র্থ তলা), জনতা হাউজিং, মিরপুর ২, ঢাকা - ১২১৬ মোবাইলঃ ০১৭১৪৩৬১০০, ০১৬৭৪২৮৫২৬৯, ০১৮৮৮০০০২৮৫-৬ ই-মেইল ঃ shah.alam61t@gmail.com	প্রশিকা কামতা উন্নয়ন এলাকা সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ। মোবাইল ০১৭২৩৩৩২৫৩

এছাড়াও বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত প্রশিকার যে কোন কর্মএলাকা অফিসে পাওয়া যায়।